নগুগি ওয়া থিওং'ও-র প্রথম উপন্যাস

প্রণব নায়ক

নগুগি ওয়া থিওংও অদ্যাবধি পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আফ্রিকার খুব কম লেখকের মধ্যে এত দ্রুত এবং এত প্রগতিশীল বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এব্যাপারে একমাত্র সেনেগ্যালের লেখক সেমবেলে আউসমানেকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে। চিনয়া অ্যাচাবে ১৯৫৮ সলে 'থিংস ফল অ্যাপার্ট' উপন্যাস লিখে আফ্রিকার উপন্যাসের ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিলেন, অ্যাচবের এই উপন্যাসটির এবং তাঁর আর একটি উপন্যাসে 'অ্যারো অব গড' (১৯৬৪) এর প্রধান উপজীব্য ছিল ঐতিহ্যমন্ডিত মূল্যবোধের সঙ্গে ঔপনিবেশিক খ্রিষ্ট্রিয় মূল্যবোধের সংঘাতজনিত সামাজিক সমস্যা এবং বিপর্যয়। আফ্রিকান লেখকদের মধ্যে অ্যাচাবে প্রবর্তিত সংগ্রামী ধারাকে অনুসরণ করে নগুগি ওয়া থিওংও (পূর্বনাম জেমস টি থিওং'ও) আফ্রিকার সাহিত্য ও সমাজ - জীবনে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত জনিত পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতীয় জনগণের পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ভারতে অভিজাত শ্রেণি এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে উপন্যাসগুলিতে কেনিয়ার তথা আফ্রিকার উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য রিভার বিট্যুইন' (প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ১৯৬৫) এই মহান কাজে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যেহেতু নগুগির অমর সাহিত্যকীর্তিকে তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকে আলাদা করে দেখা যায় না, তাই তাঁর জীবনেতিহাস সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া প্রয়োজন।

কেনিয়ার মধ্যপ্রদেশে লিমুরি শহরের সন্নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র গ্রাম ক্যামিরিয়ুতে জেমস নগুগি ১৯৩৮ সালে দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। নগুগি তার প্রবন্ধসংকলন 'হোম কামিং' এ নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন 'আমি একটি ছোট গ্রামে বড় হয়েছিলাম। আমার বাবার চারটি স্ত্রী ছিল কিন্তু কোন জমি ছিল না। অন্যের জমিতে ইচ্ছাধীন প্রজা হিসাবে কাজ করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন।' (পৃঃ ৪৮)।

নগুগি যখন কামানদারু এবং অ্যালায়েন্স হাইস্কুলের ছাত্র তখন সারা দেশে মাউ মাউ বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে গুগি উগাণ্ডার ম্যাকেরেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়েন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে ১৯৬৮ সালে রি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যখন ম্যাকেরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস 'দ্য রিভার বিট্যুইন' এবং 'উইপ নট চাইল্ড' (পরে লিখিত হলেও এক বছর আগে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়) যখন বের হয় তখনও তিনি গ্র্যাজুয়েট হননি। ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখক হওয়ার বাসনা ছিল। গুগি তাঁর হোম কামিং (১৯৭২) এ বলেছেন : ''আফ্রিকান ও পশ্চিমভাবতীয় অনেক লেখকের লেখা পড়েছিলাম। তাঁদের কথা, তাঁদের গান আমার মধ্যে প্রবেশ করত। সেগুলি ছিল ইংরেজ লেখকদের লেখার বিপরীত। স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি লেখাগুলি আমার গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। আফ্রিকান লেখকরা আমার সঙ্গে আমার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলত' (পৃঃ ৪৭-৪৮)। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর গুগি কেনিয়াতে ফিরে আসেন এবং কিছুদিন সাংবাদিকতা করার পর স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করার জন্য ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

১৯৬৭ সালে নগুগির তৃতীয় উপন্যাস 'এ গ্রেইন অব হুইট' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ড থেকে কেনিয়ায় ফিরে এসে নাইবোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুর করেন। এই সময় নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছিল। সেখানে ইংরেজি বিভাগের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সাহিত্য বিভাগের প্রবর্তন করা হয় এবং আফ্রিকান সাহিত্য, বিভাগের পাঠ্য সূচিতে সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। গুগি নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক হন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে তিনি সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক লেখা লেখি করেন। ১৯৭২ সালে তার প্রবন্ধ সংকলন 'হোম কামিং' প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময়ে অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও দেশের লোকদের শিক্ষিত ও সচেতন করার জন্য স্বদেশের ভাষা গিকুয়ুতে লেখার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৭ সালে গুগি ওয়া মিবির সঙ্গে যৌথভাবে গিকুয়ু ভাষায় লিখিত নাটক গাহিকা দিন্দা (১৯৮০ সালে প্রকাশিত ১৯৮২ সালে ইংরেজিতে আই ইউল ম্যারি হোয়েন আই ওয়ান্ট, নামে প্রকাশিত) কামিরিখুর মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটির সফলতা কেনিয়া সরকারকে ক্ষিপ্ত করে এবং নগুগির ওপর কেনিয়া সরকারের নির্যাতন নেমে আসে। গুগিকে কারাগারে পাঠান হয়। ১৯৭৮ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ফিরে পান না। ১৯৮২ সালে দেশ ছেড়ে চলে যান। তার আগে ১৯৭৭ সলে মাউ মাউ বিদ্রোহের পটভূমিকায়' পেটালস অব ব্লাড' লেখেন। জেলে বসে দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে টয়লেট পেপারে গিকুয়ু ভাষায় 'ডেভিল অন দ্য ক্রশ' লেখেন যা ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। কেনিয়ার স্বাধীনতার পূর্বের ওপরের অবস্থা বর্ণনা করে লেখেন 'মার্টিগারি' (১৯৮৭) যেখানে ম্যাটিগারি চরিত্র এতই জীবন্ত হয়ে ওঠে যে সরকার চরিত্রটিকে অভিযুক্ত করে। গুগি আশির দশকে অনেকগুলি প্রবন্ধের বই লেখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'ব্যারেল অব এ পেন' (১৯৮৩) এবং 'ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড' (১৯৮৬)। অনেকগুলি নাটকও তিনি লেখেন। খ্রিষ্ট ধর্মকে অস্বীকার করে নিজের নাম জেমস টি. গুগির পরিবর্তন করে নগুগি ওয়া থিওং'ও নাম নেন। স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকাকালীন আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, তুলনামূলক সাহিত্য এবং মঞ্চ শিল্পের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ২০০৩ সালে তার শেষ উপন্যাস 'দ্য উইজার্ড অব দ্য ক্রো' গিকুয়ুভাষায় প্রকাশিত হয়। কেনিয়া সরকারের আহ্বানে দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোকজনদের সম্প্রতি যে বীভৎস অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয় তার বিবরণ অনেকেই পত্র পত্রিকায় পড়েছেন।

নগুগির প্রথম দুটি উপন্যাসে তাঁকে আমরা মার্কসবাদী লেখক হিসাবে দেখি না। তার এই ভূমিকা দেখার জন্য আমাদের তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'এ গ্রেইন অব হুইট' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। প্রথম দিকের উপন্যাসে গুগি পরিবারের স্থায়িত্ব এবং পরিবারের ধ্বংস নিয়ে বেশি চিন্তিত। নগুগি এখানে দেখিয়েছেন আফ্রিকার জনগণ কিভাবে ইউরোপীয়দের দ্বারা জমি থেকে উৎখাত হয় এবং

কিভাবে তারা তাদের ধর্ম ও উপজাতির সংস্কৃতির বিলুপ্তির ভয়ে বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়। আমরা এও দেখি যে উপজাতির অনেকে ইউরোপীয় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও ছেলেদের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন এবং মেয়েদের ভগ্নাঙ্কুর ছেদনের মত দেশজ পদ্ধতিগুলিকে অনুসরণ করে। ফলে সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় লোকেরা শেতাঙ্গদের প্রতিষ্ঠিত চার্চ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। গুগির প্রধান চরিত্রগুলি এই দ্বৈত প্রকৃতিকে প্রকাশ করে।

ইউরোপীয়দের কেনিয়া তথা আফ্রিকা অভিযান, দেশীয় গোষ্ঠীগুলির নীতিবোধের ধস পড়ার অবস্থা এবং গিকুয়ু সমাজের বিভাজনকে নগুগি জটিল কাহিনী কাঠামো, নানা ধরনের চরিত্র চিত্রন, বর্ণনের বৈচিত্র এবং অনেক প্রতীকের ব্যবহারের দ্বারা উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। নগুগির উপন্যাসগুলি তাই কেনিয়া তথা আফ্রিকার এক বিরাট যুগকে উপস্থাপিত করেছে। ঐতিহাসিক চরিত্র বিশেষ না থাকলেও এগুলি লুকাচ কথিত ঐতিহাসিক (মহান) উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। গুগির প্রথম উপন্যাস 'দ্য রিভার বিট্যুইন' যুগের চিত্রনে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উপন্যাসটি তার বিষয়বস্তুকে শুধু সফলভাবে রূপায়িত করেছে তাই নয়। এটি পরবর্তী উপন্যাসগুলিরও দিক নির্দেশ করেছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলি এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করে। উপন্যাসের প্রথম আখ্যানেই উপন্যাসের ঘটনার ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবধর্মী চিত্রনের প্রয়োজনে লেখক অনেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করেছেন। কামেনো এবং মাকুয়ু দুটি জন-অধ্যুষিত শৈলশিরা পাশাপাশি অবস্থিত। কাছে ও দুরে এরকম আরও অনেক শৈলশিরা আছে। এই দুটি পাহাড়ের মাঝে আছে জীবন্ত - উপত্যকা যার মধ্য দিয়ে ধীরে অথচ নির্দ্বিধায় বয়ে যায় নদী হোনিয়া যার অর্থ নিরাময়। সমতলে পাহাড়ের বালকেরা গবাদি পশু চরায়। মানুষ পশুপাখি ও গাছগাছালি এই পাহাড়গুলি এবং নদীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং তারা পাহাড়ের ভাষায় কথা বলে। উপন্যাসের প্রথমেই বলা হয়েছে যে প্রধান শৈলশিরা দুটির (কামেনো এবং মাকুয়ুর) মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। কামেনো তার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। কারণ এখানে উপজাতির দেবতা মুরুঙ্গুর আশীর্বাদপুষ্ট দুই মানব মানবী গিকুয়ু এবং মুম্বি বাস করেছিলেন। এখান থেকেই মহান ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মুগো ওয়া কিবিরি, প্রখ্যাত যোদ্ধা ওয়াচিয়ারি এবং ক্ষমতাবান যাদুকর কামিরি যিনি শ্বেতকায় লোকদেরও বিচলিত করেছিলেন — তাঁরা জনগণকে রক্ষা করার জন্য উত্থিত হয়েছিলেন। বর্তমানে কামেনো পুরানো ধর্মবিশ্বাসের শক্ত ঘাঁটি অন্যদিকে মাকুয়ুতে খ্রিষ্টধর্মের বহুল প্রচার। পাদ্রি যশুয়ার উদ্যোগে বহু লোক সেখানে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রথমে লেখক অল্পকথায় ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বেকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। শ্বেতাঙ্গদের আসার আগে সেখানকার জনগণ বহির্জগতে কী ঘটছে তাকে অগ্রাহ্য করে জীবন যাপন করতো। গিকুয়ু জাতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই জাতির প্রবাদ পুরুষেরা আদম এবং ইভের মতই প্রাচীন। দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল। গিকুয়ুদের দেবতা মুরুঙ্গু জনগণকে বলেছিল ''ওহে নরনারী এই দেশ আমি তোমাদের দিলাম। তোমরা এখানে বংশপরম্পরায় শাসন করবে এবং জমি কর্ষণ করবে'' (পৃ.২)। বৃদ্ধ ঋষি মুগো জনগণকে সাবধান করে বলেছিলেন ''প্রজাপতির রং-এর কাপড় পরে লোক আসবে।'' জমির প্রতি তাদের অনুরাগের জন্য জনগণ তাদের ঋষির কথায় বিশ্বাস করতে পারে নি। উপন্যাসের প্রথম দিকে ঐতিহ্য, কুসংস্কার এবং ছেলেদের সুন্নত (লিঙ্গের অগ্রভাগে ত্বকের ছেদন) এবং মেয়েদের ভগ্নাঙ্কুর ছেদনের প্রথার দ্বারা পরিচালিত গিকুয়ু সমাজের বাস্তব ধর্মী বর্ণনা আছে। ছেলে মেয়েরা ধর্মীয় রীতি নীতি মেনে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করলেই সমাজের পূর্ণ সদস্য হতে পারে। লেখক ইউরোপীয় মুল্যবোধের বিপরীত এক মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। গিকুয়ু ঋষির বংশধর চেগে উপজাতির পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য জনগণকে উপদেশ দেয়। সে বিজ্ঞ; উপজাতির প্রত্যেকটি ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপ ও সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ বোঝে। সে ইউরোপীয়দের এবং তাদের ধর্মের আক্রমণ থেকে উপজাতিকে বাঁচাতে চায়। চেগে বিশ্বাস করেন নতুন এক উদ্ধার কর্তা আসবে যে উপজাতি ধ্যান ধারণা এবং বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সে তার ছেলে ওয়াইয়াকিকে গড়ে তোলে। সিরিয়ানার মিশনারিদের সম্বন্ধে সে কামেনোর জনগণকে সাবধান করে দেয়।

উপন্যাসের নায়ক ওয়াইয়াকিকে লেখক বিরাট ক্যানভাসের মধ্যে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের শুরুতে দেখি মাকুয়ু পাহাড়ে বসবাসকারী খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ক্যাবানীইর ছেলে ক্যামাউ এর সঙ্গে কামেনো পাহাড়ের ছেলে কিনুথিয়া সমতল ভূমিতে মারামারি করছে। ওয়াইয়াকি প্রায় একই বয়সের, সে তাদের এই লড়াই থামিয়ে দেয়। সে গোড়া থেকে চেয়েছে দুই পাহাড়ের লোকজনকে ঐক্যবদ্ধ করতে। সে উঁচু শৃঙ্গের ওপর অবস্থিত পবিত্র কুঞ্জে গিয়ে তার বাবার কাছ থেকে উদ্ধারকারী এক নেতার আবির্ভাব কথা শোনে। ওয়াইয়াকি সেই নেতার উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য নিজেকে তৈরি করে। সে বাবার পরামর্শ অনুযায়ী সিনিয়ার মিশনের স্কুলে ভর্তি হয় শেতাঙ্গ শক্তির রহস্য এবং তাদের শিক্ষাকে আয়ত্ত করার জন্য। শেতাঙ্গদের দেশগুলি সম্বন্ধে সে সব সময় সজাগ। তার উদ্দেশ্য শ্বেতকায়দের দেশ থেকে হাটিয়ে দেওয়া। সেখানে তার দুই বন্ধু ক্যামাউ এবং কিমুথিয়াও এসেছে। পাহাড়ের পরিস্থিতি জটিল হয় যখন নব দীক্ষিত গিকুয়ু পাদ্রি যাশুয়ার উদ্যোগে ম্যাকুয়ুতে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটে। গিকুয়ুদের জমি নতুন বসতি স্থাপনকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং বাড়ির ওপর সরকারি কর বসানো হয়। যশুয়া প্রথম প্রথম উপজাতির প্রতিশোধের ভয়ে ভীত হয়, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে খ্রিষ্টঃধর্মের এত অনুরক্ত হয় যে সে ভগ্নাঙ্কুর ছেদন করা হয়েছে এমন এক মহিলাকে মিশরে বিয়ে করার জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তার স্ত্রী মিরায়ুমু তার গোঁড়ামি দেখে ভয় পায়। কিছু দিনের মধ্যে ক্যাবোনীই তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে শেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়। ওয়াইয়াকির কাছে উপজাতি প্রথাগুলি খুবই প্রিয়। সে শৈশবে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে যখন সে মানুষের মত সাহস দেখাতে পারবে। সুন্নতজনিত রক্তপাত তার কাছে ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ। এর দ্বারা সে পৃথিবীর সঙ্গে ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়।

নগুগি দেশজ ধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং স্থানীয় সংস্কৃতির বিরোধকে তুলে ধরার আগে গিকুয়ু উপজাতির ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। উপজাতির সমাজে সুন্নত এবং ভগ্নাঙ্কুর ছেদনের গুরুত্বকে দেখিয়েছেন। যশুয়া উপজাতির মধ্যে খ্রিস্টের শান্তি ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করার পরিবর্তে ঘৃণা ছড়িয়ে বেড়ায়। সে তার ধর্মবিরোধীদের জীবনে আগুন, বজ্র ও বন্যা পাঠানোর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যে প্রথার বিরুদ্ধে তার এত রাগ সে প্রথা বন্ধ হয়

না। পাদ্রি বুঝতে চায় না যে সুন্নত এবং ভগ্নাঙ্কুর ছেদন প্রথা উপজাতির জীবনের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত। উপজাতির লোকদের ঐক্যবদ্ধ করা এটি এক বিশেষ উপায়। যশুয়ার মেয়ে মুথনি বাবাকে ছেড়ে চলে যায় কারণ তার বাবা উপজাতি প্রথা অনুযায়ী তাকে দীক্ষিত করেনি। সে উপজাতির মৃত্যে অংশ গ্রহণ করে এবং গাছের অন্ধকারের মাঝে ওয়াইয়াকির সঙ্গে কথা বলে উপজাতি রমণীর মুখপাত্র হিসাবে। সে খ্রিস্টান হয়েও উপজাতির মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায়। সে তার বাবাকে অগ্রাহ্য করে ভগ্নাঙ্কুর ছেদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তার ইচ্ছা পূরণ হয় না। তার ভগ্নাঙ্কুর ছেদনের কিছুদিনের মধ্যেই সে মারা যায়। দুই পাহাড়ের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। প্রশ্ন থেকে যায় খ্রিস্টধর্মকে অস্বীকার করে অদিম রীতিনীতিকে গ্রহণ করার জন্য কি মুথনির এই পরিণতি? উপন্যাসে যশুয়াকে মিশনারি হিসাবে ইংরেজ লিভিং স্টোনের ঠিক বিপরীত ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সিনিয়ার মিশনের প্রধান লিভিংস্টোন পূর্বেকার মিশনারিদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন। সে স্থানীয় আদিবাসীদের রীতি নীতি ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। অন্যদিকে যশুয়ার কাছে সুন্নত প্রথা এতই ঘৃণ্য যে এই কার্যকে সে দূর করতে কৃতসংকল্প।

লেখক ওয়াইয়াকিকে একজন স্বাধীনচেতা সংগ্রামী দেশ - প্রেমিক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। সে গিকুয়ুদের উদ্ধারকর্তা রূপে অবতীর্ণ। খ্রিস্টান মিশনারিদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে তার বাবার মন্তব্যকে মনে রেখেই সে এগিয়ে যায়। সিনিয়ানার মিশনারি স্কুলে শিক্ষা লাভ হয়। তার উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জাগরণ ঘটানো। এই পদ্ধতি বিশ্বের প্রায় সমস্ত উপনিবেশিক দেশে লক্ষ্য করা যায়। পর পর কয়েকটি ঘটনা, ভাল ফসল উৎপাদন, যশুয়ার অবাধ্য কন্যা মুথনির মৃত্যু, সিরিয়ানা মিশনের উপজাতির ছেলেদের জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন (যারা সুন্নত প্রথার সমর্থক তাদের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করা হবে না।) উপজাতির জীবনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে এবং শ্বেতকায় ও স্থানীয় লোকদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ওয়াইয়কি উপজাতির জীবনকে নিষ্কলুশ রাখার জন্য সুন্নত প্রথা এবং ভগ্নাঙ্কুর ছেদনকে সমর্থন করে কারণ সে জানে উপজাতির সংহতিকে বজায় রাখার জন্য এগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সে সমাজের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তার একাগ্রতার জন্য উপজাতি সমাজে সে 'শিক্ষক' নামে সুপরিচিত হয়। সে পাহাড়ের লোকদের মতই কুসংস্কারে বিশ্বাসী কিন্তু সে ভদ্র এবং সহিষ্ণু। কামেনো ও মাকিয়ুর দুই বিবদমান গোষ্ঠীকে সে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। খ্রিষ্টধর্ম এবং উপজাতির ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য যশুয়ার কন্যা মুথনির প্রচেষ্টাকে সে বাস্তবায়িত করতে চায় শিক্ষার প্রসারের দ্বারা। সে জানে বা ক্যাবোনীই এবং ক্যামাউর পুরানো বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার অর্থ মাকিয়ুর সঙ্গে ক্যামেনোর দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রাখা। উপজাতির মধ্যে নবজাগরণ আনার জন্য তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে সে প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখায়। লেখক ওয়াইয়াকির মানবিক গুণগুলিকে প্রকাশ করে তার এক খ্রিস্ট সদৃশ মূর্তি তুলে ধরেছেন। বাল্যবন্ধু কিনুথিয়া তার গুণগ্রাহী। ওয়াইয়াকি হৃদয়বৃত্তিকে মর্যাদা দেয় তাই পাদ্রি যশুয়ার আর এক কন্যা নিয়াম্বুরাকে সে ভালবাসে যদিও উপজাতির প্রথা অনুযায়ী তার ভগ্নাঙ্কুর ছেদন করা হয়নি। তাদের ভালবাসা ধর্ম, সামাজিক রীতি নীতি বা যে কোন প্রথার ঊর্ধ্বে। খুঁটিনাটির ব্যবহার করে লেখক তাঁর নায়কের বীরত্বপূর্ণ জীবনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নায়কের লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং লক্ষ্যের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জাগে এবং প্রশ্নগুলি চরিত্রকে মহীয়ান করেছেন। নায়কের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে লেখক তাকে বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নায়কের অতীত জীবন — মিশনারি স্কুলে শিক্ষা লাভ এবং শ্বেতাঙ্গদের জীবন ধারার সঙ্গে পরিচয় তাকে গিকুয়ু জীবনের মূল্যবোধগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে প্রতিনিয়ত বাধা দেয়।

উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করি যে ওয়াইয়াকি জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দুতে উঠেও একান্ত অসহায়। সে তার উপজাতির লোকদের বুঝতে পারে না। বিদেশিদের তাড়াবার জন্য সে তার উপজাতির লোকদের বিদেশি শিক্ষা এবং বিদেশিদের কৌশলগুলিকে শেখাতে চায়। লেখক দেখিয়েছেন যে তার স্কুল ও বড় বড় বাড়ির প্রতি পক্ষপাতিত্ব তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাবোনীইর ঈর্ষার কারণ। কাবোনীই এবং তার ছেলে ক্যামাউ তাকে ধ্বংস করতে চায়। ওয়াইয়াকি যখন যশুয়ার কন্যা নিয়াম্বুরার প্রেমে পড়ে তখন তারা ওয়াইয়াকির বিরুদ্ধে নানাবিধ কুৎসা প্রচার করে। ক্যামাউনি নিয়াম্বুরাকে ছিনিয়ে নিতেও সচেষ্ট হয়। ওয়াইয়াকি নানাভাবে অপদস্থ হলেও তার প্রতিপক্ষকে সে সাময়িক ভাবে কোণঠাসা করতে সমর্থ হয়। তাকে দিয়ে তার শত্রুরা অস্বীকার করিয়ে নেয় যে সে উপজাতি জীবনকে কোনদিন কলুষিত করবে না এবং কোনদিন উপজাতির গোপন কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। ওয়াইয়াকি সিনিয়ারা থেকে ভাল শিক্ষককে নিয়ে এসে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সে বড় কলেজ স্থাপন করারও স্বপ্ন দেখে। ওয়াইয়াকি এবং এক জাতির স্বপ্ন দেখে যেখানে লোকেরা একে অপরকে বিশ্বাস করবে। যারা পাশাপাশি বসবে, যাদের ভালবাসার গান পার্থিব গানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং যাদের সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্বেলিত নদীর ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পন্দিত হবে" (পৃঃ ১১৯-২০)। তার আগে জনগণের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সীমাহীন আত্মবিশ্বাস এবং অসীম আশাবাদ থাকবে। কিন্তু এ সত্বেও কাজ হয় না। ক্যাবোনাইর ছেলে 'ক্যামাও ওয়াইয়াকির মধ্যে দেখে একজন বাজপাখিকে যে তার মুখ থেকে সব সময় মাংসখণ্ড কেড়ে নিয়েছে" (১২৪)। ওয়াইয়াকির প্রতি ঘৃণা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তার কাজকর্মকে অন্যরা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। বিধর্মী নারীর প্রতি তার ভালবাসা উপহাসের বস্তু হয়। খ্রিস্টান অখৃস্টান, মাকুয়ু ও কামেনোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তার আবেদনে কেউ সাড়া দেয় না। তাকে বিশ্বাসঘাত আখ্যা দেওয়া হয়। অত্যন্ত তিক্ততা এবং হতাশার মাঝে সে নিজেকে, তার বাবাকে এবং বয়স্কদের অভিশাপ দেয়। ওয়াইয়াকি হয়ে পড়ে একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব, বেদনাময় তার জীবন, তার চারিদিকে অন্ধকার। উপজাতির মধ্যে ক্যাবনীই তার স্থান দখল করে এবং ছেলেদের অভিভাবকদের এক সভায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে সে উপজাতির কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তাকে যশুয়ার মেয়ে নিয়াম্বুরার সঙ্গে চার্চে দেখা গিয়েছে। যে শ্বেতকায় লোক জনগণের মধ্যে নিগূঢ় ধর্ম প্রচার করেছে এবং অনুগামীরা উপজাতির জমি দখল করেছে তার সঙ্গে ওয়াইয়াকি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওয়াইয়াকি এবং তার প্রেমিকাকে উপজাতি পরিষদের (কিয়ামার) কাছে সমর্পণ করা হয়। কিয়ামা তাকে বিচার করবে। তাদের ফাঁসিও হতে পারে। প্রেমিক প্রেমিকা প্রতীকী জীবন-নদী হোনিয়ার সঙ্গে মিশে যায়। লেখক খুব দক্ষতার সঙ্গে খ্রিস্টান এবং

গিকুয়ু পুরাকাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। গিকুয়ু ও মুম্বি এবং আদম ও ইভের পুরাকাহিনী খুব নিপুণভাবে উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে। যে হোনিয়া নদী জীবনের সাধারণ উৎস তার পটভূমিকায় ওয়াইয়াকির করুণ কাহিনীকে বিবৃত করে লেখক মন্তব্য করেছেন যে 'হোনিয়া নদী তাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলছে জীবনের উপত্যকার দিকে, তার স্পন্দন অন্ধকার নীরবতাকে ঘিরে উঠে এসেছে এবং মাকায়ু ও কামোনোর জণগণের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।'

উপন্যাসে নদীর প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হোনিয়া নদী যেমন জীবনরস এবং নতুন বিকাশের প্রতীক, সেরকম একে ঔপনিবেশিকদের আগমন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠার সময়ে উপজাতির খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত অর্ধাংশের সঙ্গে ঐতিহ্যানুসারী বাকি অর্ধাংশের মধ্যেকার বিভাজনকারীর উপাদান হিসাবেও দেখা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক ওয়াইয়াকি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় করে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভেবেছিল। আফ্রিকার প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও সে ধর্মোন্মাদ খ্রিস্টান পাদরি যশুয়ার কন্যা নিয়াম্বুরাকে তার বাবার বিরোধিতাকে আগ্রাহ্য করে বিয়ে করে উপজাতির বিরাগভাজন হয় এবং বিরাট জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও উপজাতি সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। শেষ মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক কাজকর্ম যার দ্বারা উপনিবেশবাদীদের হাঠানো যায়। ওয়াইয়াকির মত ব্যক্তিদের ঔপনিবেশিক ভারতেও দেখা গিয়েছে। প্রথম উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে গুগির আবেগময় অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। গুগি তাঁর উপন্যাসের নায়ককে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে চিত্রিত করেছেন। নায়কের বিরোধীদের ঈর্ষাপরায়ণ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগত শত্রু হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাদের ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে দেখানো হয়ছে ক্ষতিকর শক্তি হিসাবে, তার আদর্শবাদী নায়কের সমন্বয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। গুগি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'এ গ্রেইন অব হুইট' এ এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং তার পর থেকে তার লেখনী হয় আরও ক্ষুরধার ও আরও বাস্তববাদী।

নগুগি তাঁর সারা জীবন ধরে আফ্রিকার সামাজিক অবস্থাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসে তার বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নগুগি লক্ষ্য করেছিলেন যে আফ্রিকার একদল মানুষ ব্যক্তিগত বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ সুনিশ্চিত করতে তৎপর। নগুগি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান চালান নুতন সাংস্কৃতিক পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য। তিনি উপলব্ধি করেন যে লেখকের সঙ্গে তার সৃষ্ট চরিত্র এবং শ্রোতাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও মতাদর্শ প্রধান নিয়ামক। তাঁর প্রথম উপন্যাসে প্রথম প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততা, অস্পষ্টতা, সঠিক পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করতে অক্ষমতা এবং চরিত্রচিত্রনে একদেশদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লেখক যে বৈপ্লবিক পথের সন্ধান করছেন তা উপন্যাসটি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায়। শিল্পী তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যে রকম প্রথম উপন্যাসে সে রকম একই সঙ্গে সমাজের দর্পণ এবং দীপ। নগুগি এখানে সমাজের প্রতিফলন যেমন করেছেন, সেরকম সদ্যজাগ্রত সমাজের বিরোধ, দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক কাঠামো, শ্রেণি সংগঠন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ওপর আলোকপাত করে জনগণের পথ প্রদর্শকের কাজও করেছেন। সমস্ত রকমের প্রতিকূলতা এবং নির্যাতনের মাঝে তিনি লড়ে যাচ্ছেন। নগুগি ওয়া থিওং'ও-কে বিশ্বের সংগ্রামী জনগণ একজন মহান শিল্পীর সম্মান দেবে।

কৃতজ্ঞতা : আন্তর্জাতিক ছোটগল্প